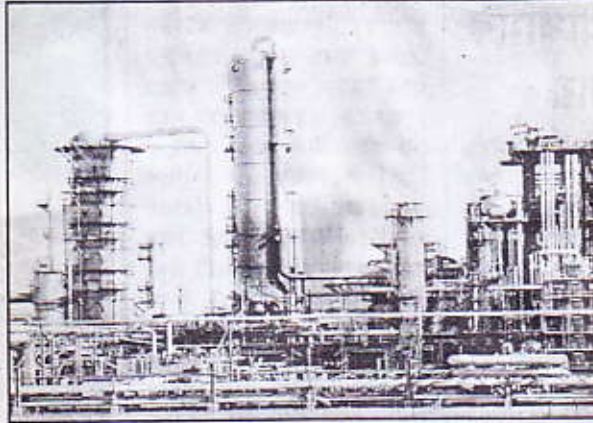


আগামী ৪ বছরে সার তৈরিতে ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার

প্রয়াগের প্রতিবেদন : কৃষিক্ষেত্রে সারের চাহিদা মেটাতে দেশের মধ্যেই উৎপাদন বাড়াতে চায় কেন্দ্র। এজন্য আগামী ৪ বছরে কেন্দ্রের তরফে সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা জানানো হয়েছে। বুধবার কেন্দ্রীয় সারমন্ত্রী অনাথ কুমার সৈয়দ একথা জানিয়ে বলেন, দেশের কৃষিব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে দেশের চাহিদা মতো সার দেশের মধ্যেই উৎপাদন করা দরকার। এক্ষেত্রে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সারমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী ৪ বছরগুলিতে যাতে এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে সার উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো যায় সেজন্য ৪০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে। এছাড়াও তিনি জানান, আগামী ৪ বছরে দেশের বেশকিছু বন্ধ সার কারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এর মধ্যে বারাউনি, সিদ্ধি ও গোরক্ষপুরের বন্ধ ইউনিটগুলিতে নতুন করে যাতে সার উৎপাদন করা যায় সে বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি একইসঙ্গে মহারাষ্ট্রের খাইয়ের নতুন সার কারখানটির পাইপলাইন সংযোগের কাজও করা হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সারমন্ত্রী কুমার সৈয়দ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, রামাণ্ডামের বন্ধ সার কারখানাতে নতুন করে

সার উৎপাদনের জন্য ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার (এনএফএল), ইআইএল ও এফসিআইএল-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সারমন্ত্রকের



কথা হয়েছে যৌথভাবে কাজ করার জন্য। এই উদ্যোগের কারণ হিসাবে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, এই মত্বর্তে আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ইউরিয়ার বাৎসরিক চাহিদা ৩০

মিলিয়ন টন। কিন্তু বর্তমানে আমদানিকৃত ইউরিয়া সহ মোট জোগান ২২ মিলিয়ন টন। চাহিদা অনুযায়ী ৮ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদনের কোনও প্রকল্প নেই ভারতের হাতে। যাতে নতুন করে দেশে ইউরিয়া উৎপাদন করা যায় তার জন্য বন্ধ সার কারখানাগুলিকে বাঁচাতে উদ্যোগী কেন্দ্র। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সারমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই তালচের ও রামাণ্ডামের বন্ধ সার কারখানাগুলিকে পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও কুমারবাবু আরও করে বলেন, কর্ণাটক ও মধ্যপ্রদেশ এই দুই রাজ্যের সরকারকে কেন্দ্রের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে ওই দুই রাজ্যের সরকার নিজ উদ্যোগে সার তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। এমনকি দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত বন্ধ সার কারখানাগুলি আছে, বিশেষ করে তালচের ও রামাণ্ডামের কারখানাগুলিতে উৎপাদন শুরুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের ফার্টিলাইজার ইউনিটগুলির সঙ্গে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে বলে কেন্দ্রীয় সার মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে আগামী দিনে দেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইউরিয়ার অভাব মিটবে।

রাষ্ট্রপ্রধান মোদীর রেহাই মার্কিন কোর্টে

আইনি 'রক্ষাকবচে' মামলা খারিজ মোদীর

নিউ ইয়র্ক: গুজরাট দাঙ্গায় নিরস্ত্রের অভিযোগে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে হওয়া মামলা খারিজ করে দিল মার্কিন আদালত। আমেরিকার আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিশেষ সুরক্ষা পাওয়ার কথা মোদীর। সেই জন্যই মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে।

দিন দেশের মধ্যেই ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তার আগে ভারতের প্রতি সব দিক থেকেই ইতিবাচক মনোভাব দেখানোর চেষ্টা করছে হোয়াইট হাউস। 'ভাইরাস্ট গুজরাট'-এর মধ্যে যেমন বারবার মোদীর অকুঠ প্রশংসা শোনা গিয়েছে মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরির মুখে। এই মামলা খারিজের ঘটনায় অনেকেই কুটনীতির ছায়া খুঁজছেন। যদিও আমেরিকার ফেডেরাল কোর্টের বিচারক মামলা খারিজ করার প্রসঙ্গে আইনি বিধির কথাই বলেছেন।

আমেরিকার আইনে কর্মরত যে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে। ফলে সিভিল আইনে তাঁর বিচার করা যায় না। সেই কারণেই মামলাটি

তা ছাড়া গুজরাট দাঙ্গার সময় মোদী রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষেও ছিলেন না। তাই তিনি এই সুরক্ষার আওতায় পড়েন না। কিন্তু সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন টোরেন্স।

গত সেপ্টেম্বরে মোদীর মার্কিন সফরের আগে তাঁর বিরুদ্ধে ওই মামলা করেছিল অখ্যাত একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাদের অভিযোগ ছিল, ২০০২ সালে গুজরাটে যে ভয়াবহ দাঙ্গায় এক হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন, তা ঠেকানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেননি মোদী। আমেরিকান জাস্টিস সেন্টার নামে ওই মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান জোসেফ হুইটিংটন তখনই বলেছিলেন, এই মামলার কোনও ফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবু মামলা করাটাই এক ধরনের প্রতীকী জয়।

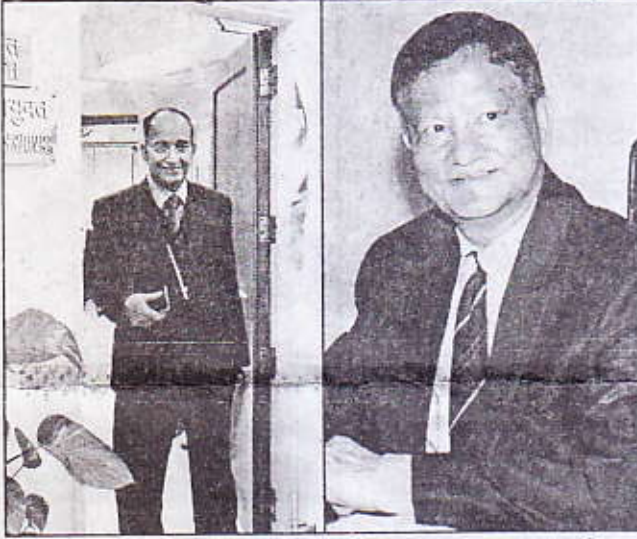
গুজরাট দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে মোদীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিয়েছিল আমেরিকা। ২০০৫ সালে তাঁকে তিসা দেয়নি ওয়াশিংটন। দীর্ঘ ৯ বছর সেই নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। গত বছর মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই অবস্থান অবশ্য কিছুটা অস্থিত্রি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার



পরবর্তী মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব নিচ্ছেন এইচ এস ব্রহ্মা

নয়াদিঘি, ১৫ জানুয়ারিঃ দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হতে চলেছেন এইচ এস ব্রহ্মা, সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে এমনটাই খবর। এদিকে বৃহস্পতিবার মেয়াদ শেষ হয়ে গেল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভি এস সম্পথের। তার জায়গায় নিযুক্ত হতে চলেছেন এইচ এস ব্রহ্মা। তবে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিলে তারপর সে প্রস্তাব পাঠানো হবে রাষ্ট্রপতির কাছে। কারণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিযুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রীই। ২০১০ সাল থেকে অন্যতম নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করা অন্ধ্রপ্রদেশ কাডারের এই আইএএস অফিসার আগে কেন্দ্রীয় বিনুং সচিবের দায়িত্বও সামলেছেন। জে এম লিভোর পরে ব্রহ্মাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় প্রতিনিধি, যিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পেলেন।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারই কর্মজীবন শেষ করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভি এস সম্পথ। ২০১৪ সালের ঐতিহাসিক লোকসভা ভোট এরই নজরদারিতে



মেয়াদ শেষে বৃহস্পতিবার দফতর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন সম্পথ। পাশে হরিশঙ্কর ব্রহ্মা। —পিটিআই

হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি আসনে রিগিংয়ের অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিজেপি, সিপিএমের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। বারণসীতেও নরেন্দ্র মোদির সভা নিয়েও তিনি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে।

চাপানউতোর



যখন এতই নৈতিকতা বোধ,
তখন দলত্যাগের পাশাপাশি
বিধায়ক পদ থেকে কেন
পদত্যাগ করলেন না।

—পার্থ চট্টোপাধ্যায়
(তৃণমূলের মহাসচিব)



পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলে
কেউ কেউ আছেন, যারা
প্রতিবাদ জানান। তৃণমূল দলে



শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে
মঞ্জুলবাবু বিজেপিতে
এসেছেন। ওনাকে স্বাগত।
জানাই। উনি এবার মানুষের
স্বার্থে সর্বতোভাবে কাজ
করতে পারবেন।

—বাবুল সুপ্রিয়

(কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, পূর্ব-নগরোন্নয়ন)



তৃণমূল কংগ্রেসে কোনও সং
মানুষ থাকতে পারেন না।
মঞ্জুলবাবু তৃণমূল কংগ্রেসের
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
এই প্রতিবাদকে স্বাগত জানাই।

—প্রদীপ ভট্টাচার্য
(কংগ্রেস নেতা)



তৃণমূল কংগ্রেসে তো সব
মানুষ খারাপ নন। যারা
সাধারণ মানুষের সঙ্গে
থাকেন, তারা তৃণমূল
ছাড়বেন। ভবিষ্যতে আরও
মানুষ তৃণমূল ছাড়বেন।
তৃণমূলের কাছে অস্তিত্ব রক্ষা
করাই সমস্যা।

—শ্যামল চক্রবর্তী
(সিপিএম নেতা)

ওবামার সৌজন্য সফরে নজরে কূটনীতি • স্কুলে জঙ্গি হানার হুঁশিয়ারি

সফরের ঠাসা নানা কর্মসূচি

- **নয়াদিল্লি:** তিন দিনের সফরে ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। কিন্তু আত্ম সফর বাদে ২৫-২৭ জানুয়ারির পুরোটাই তার ঠাসা কর্মসূচি।
- ২৫ জানুয়ারি ভারতে এসেই রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভোজসভায় যোগ দেবেন তিনি। আর তার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা।

প্রজাতন্ত্র দিবসে অতিথি হয়ে এলেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না মাদী। আর তাই এ দিনের বৈঠকে সেবে ফেলতে পারেন প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য দমন কর্মসূচি, পরমাণু চুক্তি-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা বিভিন্ন সংস্থার সিবইও-দের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকেও কবেন মার্কিন দিনেই কি না, তা এখনও স্পষ্ট প্রথম দিনেই কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন মোদীও।

প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে প্যারেডে উপস্থিত থাকার পর সেদিন সন্ধ্যা ওবামা কাটাবেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। সফরের শেষ দিন স্ট্রী মিশেলকে নিয়ে আত্মীয় যাওয়ার কথা তাঁর। আজমহলের দর্শনেই শেষ হবে ওবামার এ যাত্রের ভারত সফর।

— সংবাদসংস্থা

অতিথি যখন ওবামা

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারতে এলে বারাক ওবামাই হবেন একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি নিজের কাছকালে দু'বার ভারতে আসবেন। বলা বাহুল্য, নিছক সৌজন্য সফর নয়, ওবামার ভারতে আসাকে কূটনৈতিক ভাবে লাভজনক করে তুলতে চাইবে দুই দেশই। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরে কোন বিষয়গুলিতে নজর থাকবে? এক বালকে

১৫

পরমাণুশক্তি ও সেই সংক্রান্ত দায়

- পরমাণু শক্তি দায় সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন করে রি-আস্টর সরবরাহকারী মার্কিন সংস্থাজটিকে উৎসাহিত করা
- ২০০৮ সালের ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তিকে সম্পূর্ণ কার্যকরী করে তোলা

১৮

শক্তি

আমেরিকা থেকে শেল গ্যাস ও এলএনজি আমদানির পথ সুগম করা



সন্ত্রাসবিরোধিতা

- সন্ত্রাসরোধে যুগ্ম উদ্যোগের পরিমাণ বাড়ানো
- আইএস এবং পাক-আফগান সীমান্তে তৎপর জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির মোকবিলায়

১৬

বিনিয়োগ

ভারতে বিনিয়োগের জন্য (বিশেষ করে স্মার্ট সিটি বা রেলের মতো উচ্চ প্রাধান্য পাওয়া ক্ষেত্রগুলিতে) আমেরিকাকে উৎসাহিত করা

১৭

প্রতিরক্ষা

- প্রতিরক্ষায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য যুগ্ম উদ্যোগ

১৯

আবহাওয়া সংক্রান্ত চুক্তি

- আমেরিকা চায় চিনের মতো ভারতের সঙ্গেও আবহাওয়া চুক্তি, নারাথ নয়াদিল্লি। যুক্তি, ভারতে দূষক পদার্থ নিগমন চিনের তুলনায় ভয়াবহও নয়
- এ বিষয়ে সমঝোতার চেষ্টা করা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ফেরাতে এবং সেজিংয়ের একচেটিয়া প্রভাবের মোকাবিলা করতে ভারত-মার্কিন বৌধ পদক্ষেপের পরিকল্পনা করা

বৌধ ব্যবস্থা

- চলতি মাসে বৌশল নিগরে পাক-মার্কিন বৈঠকে আলোচনা থেকে ইসলামাবাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে ভারত

প্রণাম পরিচালনায় কোণঠাসা লালবাজার চাপাচ্ছে শর্তগুচ্ছ

অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়

প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠলেও 'প্রণাম'-এর পরিচালনায় ক্রমেই যেন কোণঠাসা হচ্ছে লালবাজার। 'প্রণাম'-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণ নাগরিকদের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করার সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্তে সেই ইঙ্গিত কার্যত স্পষ্ট। চাহিদার তুলনায় জোগানের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তে থাকায় ডিসেম্বরেই বয়সের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত নিতে কার্যত বাধ্য হয়েছে কলকাতা পুলিশ। শুধু এই সিদ্ধান্তই নয়, 'চাপ' কমাতে গত বছর আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার: ছেলে বা মেয়ে থাকলে সদস্য হতে পারবেন না কোনও প্রবীণ নাগরিক। একদিকে চাহিদা-যোগানের বৈষম্য এবং অন্যদিকে পটুলি, টালিগঞ্জ, লেক ও হরিদেবপুর-একের পর এক এলাকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় 'প্রণাম'-এর পরিচালনা নিয়ে ক্রমেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে কলকাতা পুলিশের।

গৌতমমোহন চক্রবর্তী পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন শুরু হয় 'প্রণাম'-এর যাত্রা। গৌতমবাবু থেকে শুরু করে রঞ্জিতকুমার পচনন্দা ও সুরজিত করপুরকায়স্থ-গত ছ' বছরে ঘুরেফিরে সব পুলিশ কমিশনারের মুখেই প্রচারের ত্র্যস্ত হয়ে উঠেছে 'প্রণাম'। জনসংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত শহরের প্রবীণ-প্রবীণাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে 'প্রণাম'-এর সাফল্যের কথা শুধু পুলিশ নয়, স্বীকার করেছেন সাধারণ মানুষও। কিন্তু 'প্রণাম'-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে যে ভাবে নিত্যানতুন 'শর্ত' আরোপ করছে লালবাজার, তাতে প্রাণে এই পরিষেবার পরিকাঠামো এবং লালবাজারের সমিচ্ছা। কলকাতায় ধানার সংখ্যা ৪৮ থেকে বেড়ে ৬৯ হওয়ার পরও ধানাপিছু একজন আর্সিটিস্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই)-এর পক্ষে এলাকার সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যাওয়া কী ভাবে সম্ভব, তা-ও ভাবাচ্ছে পুলিশকর্তাদের। 'প্রণাম'-এর প্রচারে খতটা জোর দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে, পরিকাঠামো ও সমিচ্ছার ক্ষেত্রে ততটা হয়নি বলেই মত নীচুতলার পুলিশকর্মীদের বড় অংশের।

শুধু বয়সসীমা বাড়ানো অথবা নিত্যানতুন শর্ত আরোপই নয়, নিজেদের 'চাপ' কমাতে সদস্যদের হাতেও দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে পুলিশ। সে কারণেই এক-একটি ধানা এলাকাকে বিভিন্ন 'ক্লাস্টার'-এ ভাগ করে এক-একজন প্রবীণ সদস্যকে তার প্রধান করে তোলা। পরীক্ষামূলকভাবে পশ্চিমা ধানা দিয়ে শুরু হলেও এখন শহরের সব প্রান্তে এমন 'ক্লাস্টার'ই কার্যত ভরসা 'প্রণাম'-এর। 'ক্লাস্টার'-প্রধান সংশ্লিষ্ট ধানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআই-এর-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এমনই এক 'ক্লাস্টার'-প্রধান ৬৫ বছরের বিপ্লববাবুর ঘোষ। গরফা থানা এলাকার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন হেডমাস্টার বিপ্লববাবুর অধীনে রয়েছে ছ'টি পাড়া: শহীদনগর, বিবেকনগর, ঝিল রোড, নিউ ল্যান্ড, ব্যাঙ্ক প্রট এবং সুইট ল্যান্ড।

বিপ্লববাবুর অভিজ্ঞতা, 'আমি 'প্রণাম'-এর সদস্য হই দু'বছর আগে। তখন

প্রণামে অপারগ রাজ্য

'প্রণাম'-এর মোট সদস্যসংখ্যা

১০৬৩২

একাকী মহিলা সদস্য

১৯৩৫

সূত্র: কলকাতা পুলিশ, অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত

- ১০৬৩২ সদস্যের জন্য মূল দায়িত্ব ৬৯ জন পুলিশকর্মীর। ফোন করে নিজের ধানা এলাকার সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা থেকে শুরু করে তাঁদের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর করা-সবই করতে হয় ওই পুলিশকর্মীকে। এ সব কাজে তাঁকে সাহায্য করেন কয়েকজন কনস্টেবলও। তবে মোট সদস্যের তুলনায় সাহায্যকারী পুলিশের সংখ্যা এতই কম যে, চাহিদা-যোগানের বৈষম্য উত্তরোত্তর বাড়ছে
- এই বৈষম্যের জেরেই একের পর এক 'শর্ত' নিতে হয়েছে লালবাজারকে

গরফা থানা এলাকায় 'প্রণাম'-এর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৯। এখন শুধুমাত্র 'আমার 'ক্লাস্টার'-এই সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৬-এ। 'প্রণাম'-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে চাহিদা যে বাড়ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু চাহিদার সঙ্গে সম্বন্ধি রেখে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি এখনও একইভাবে সক্রিয় 'প্রণাম'? বিপ্লববাবুর স্বীকারোক্তি, 'সেই গতি একটু কমেছে। ধানার একজন পুলিশকর্মীর পক্ষে যে সর্বকম দাবি-অনুরোধ সবসময় রাখা সম্ভব নয়, তা-ও জানি। অনেকক্ষেত্রেই সেই পুলিশকর্মীর মানসিকতার উপরও নির্ভর করে তিনি কতটা তৎপর। আমার 'ক্লাস্টার'-এই শেষ মিটিং হয়েছে অক্টোবর ছ' মাস আগে। ডিসেম্বরে 'নজরুল মঞ্চ'-এ একটি অনুষ্ঠান হবে বলে জানানো হলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। সদস্যদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে পুলিশকর্মীরা যথেষ্ট সংবেদনশীল হলেও এই পরিকাঠামোগত খামতিই 'প্রণাম' পরিচালনায় অন্যতম সমস্যা। 'ক্লাস্টার'-প্রধানের সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনে 'প্রণাম'-এর দেখভালে আরও বেশি সংখ্যক পুলিশকর্মীর হাতে দায়িত্ব না দিলে কী হবে, তার কোনও উত্তর নেই। হরিদেবপুরের দীপ্তি চক্রবর্তী, লেকের কমলাদেবী মিত্রি, টালিগঞ্জের রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় অথবা পটুলির শঙ্করপ্রসাদ রায়ের মতো আরও ক'জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আতঙ্কও ততদিন থাকবে কি? প্রশ্ন রয়েই যায়।

ভতুকি পাননি ৫ লক্ষ গ্রাহক

এই সময়: শুরুতেই বিপর্যয়। ১ জানুয়ারি থেকে রান্নার গ্যাসের ভতুকির টাকা সরাসরি গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়েছে এ রাজ্যে। কিন্তু, প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে সেই টাকা আসেনি বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে গ্রাহকদের থেকে রোজই অভিযোগ জমা পড়ছে ডিস্ট্রিবিউটর এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির দপ্তরে। সংস্থাগুলির তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ন্যাশনাল পেট্রোল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)-এর। বৃহস্পতিবার কলকাতায় আধার কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে তেল সংস্থাগুলির তরফে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বলে ইন্ডিয়ান অয়েলের এক কর্তা জানিয়েছেন।

রাজ্যে সব মিলিয়ে রান্নার গ্যাস গ্রাহকের সংখ্যা ৯৪ লক্ষের মতো। এর মধ্যে ৪৫ লক্ষ গ্রাহকের কনজিউমার নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সংযুক্তিকরণ হয়েছে। এই ৪৫ লক্ষের মধ্যে আধার নম্বর রয়েছে এমন গ্রাহক যেন রয়েছেন, তেমনই যারা এখনও আধার পাননি, তারাও আছেন। যাদের আধার নেই, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভতুকির টাকা ইসিএসের মাধ্যমে পৌঁছানো হচ্ছে। আর ভতুকির টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসেনি বলে যে সমস্ত গ্রাহক অভিযোগ করছেন, তাদের অধিকাংশেরই আধার নম্বর নেই। নিয়ম অনুযায়ী, কনজিউমার নম্বর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ হওয়ার পর সিলিভারের অর্ডার দেওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যে অগ্রিম ভতুকি বাবদ ৫৬৮ টাকা গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসবে (অনেকটা সিকিউরিটি ডিপোজিটের ধাঁচে এই টাকা একবারই আসবে)। আর সিলিভার পাওয়ার তিন থেকে চার দিনের মধ্যে



ভারত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের তরফে সুকমল সেন বলেন, 'একবার অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকলে, এনপিসিআই তা ১৫ দিনের আগে ফের পাঠাবে না। এই ১৫ দিনের সুদ কে দেবে? আর অনেক গরিব গ্রাহকও তো রয়েছেন, ভতুকির টাকা সময়ে জমা পড়লে তাঁদের সুরাহা হয়'

ভতুকি বাবদ আরও ৩২৬ টাকা ১৮ পরস্যা আসবে। আর গ্রাহককে ভতুকিবিহীন দরে (কলকাতায় চলতি মাসে ভতুকিবিহীন সিলিভারের দাম ৭৪৬ টাকা) সিলিভার কিনতে হবে।

ভারত গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের তরফে সুকমল সেন বলেন, 'একবার অ্যাকাউন্টে টাকা না ঢুকলে, এনপিসিআই তা ১৫ দিনের আগে ফের পাঠাবে না। এই ১৫ দিনের সুদ কে দেবে? আর অনেক গরিব গ্রাহকও তো রয়েছেন, ভতুকির টাকা সময়ে অ্যাকাউন্টে জমা পড়লে তাঁদের সুরাহা হয়।' অল ইন্ডিয়া এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর ফেডারেশনের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক বিজনবিহারী বিশ্বাসের কথায়, 'একাধিক গ্রাহক আমাদের কাছে অভিযোগ

করছেন যে তাঁরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভতুকির টাকা পাচ্ছেন না। এতে আমাদের কিছু করার নেই। সবটাই এনপিসিআই এবং ব্যাঙ্কের ব্যাপার।'

আধারের মাধ্যমে কনজিউমার নম্বর ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর সংযুক্তিকরণ করেছেন লেকটাউনের বাসিন্দা মিনতি গুপ্ত। তার পর অর্ডার দিয়ে ভতুকিবিহীন দরে ৭৪৬ টাকা দিয়ে সিলিভারও কিনেছেন তিনি। কিন্তু, অগ্রিম ভতুকির ৫৬৮ টাকাই এখনও পর্যন্ত তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। তাঁর অভিযোগ, 'আমার যেনে আমাউন্ট ট্রান্সফার ফেলড বলে এসএমএস এসেছে। কেন ট্রান্সফার ফেলড হল, তা জানতে ব্যাঙ্কে গিয়েও কোনও সদুস্তর পাইনি।'

বর্তমানে রান্নার গ্যাসে ভতুকি বাবদ রোজ এ রাজ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়। স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির আহ্বায়ক রাজ্যের লিড ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এক কর্তা এই বিষয়ের জন্য এনপিসিআই-এর ওপরেই দায় চাপিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'গত ৫ ও ৭ তারিখে সমস্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সহ অধিকাংশ ব্যাঙ্কে কোনও টাকা ঢোকেনি। যে সমস্ত গ্রাহকের আধার নেই, তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে। কারণ, সে ক্ষেত্রে এনসিপিআই নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক, তার আইএফএসসি কোড, গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর সমস্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। এতে সমস্যা লাগে বলেই টাকা ঢুকতে বিলম্ব হয়। আধার নম্বর থাকলে, ওই নম্বরের ভিত্তিতেই এনসিপিআই টাকা পাঠায়।'

এনসিপিআই-এর তরফে অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের পাশটা দাবি, যে জানুয়ারির ৫ ও ৭ তারিখ রাজ্যের অনেক ব্যাঙ্কেই সিবিএস (কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম) কাজ না করায় গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পুশ করেও পাঠানো সম্ভব হয়নি।

গৃহস্থের সুদের হার কমল হঠাৎ

মুদ্রই: নিখারিত ছিল, ৩ ফেব্রুয়ারি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) ঋণনীতি ঘোষণা করবে। কিন্তু, অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃহস্পতিবারই সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমানোর কথা ঘোষণা করল আরবিআই। আর তা বলবৎ হয়ে গেল এ দিন থেকেই। এতে দেশের হাজার হাজার ব্যাঙ্কগৃহীতা, বিশেষ করে গৃহঋণ গ্রাহকরা, ঋণিকটা খুস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারবেন। ঋণে সুদের হার কমলে, প্রতি মাসে কম ইএমআই দিতে হবে।

২০১৩ সালে মে মাসের পর এই প্রথম সুদের হার কমাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে সুদের হার কমানোর কথা জানিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে, 'এই নতুন হার বৃহস্পতিবার থেকেই বলবৎ হবে।' আগামী মাসগুলিতে সুদের হার আরও কমানোর ইঙ্গিতও দিয়েছে তারা।

যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেই রেপো রেট ৮% থেকে কমিয়ে বৃহস্পতিবার ৭.৭৫% করা হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানোর বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও তাদের গৃহ, গাড়ি ও শিক্ষা ঋণে সুদের হার কমাতে শুরু করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘোষণার ঋণিকদের মধ্যেই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (ইউবিআই) তাদের ঋণের উপর ন্যূনতম সুদের হার ১০.২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০% করার কথা জানিয়ে বলেছে, '১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই নতুন সুদের হার কার্যকর হবে। ঋণের উপর সুদের হার ১০.২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার ঘোষণা করেছে আর এক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। নতুন সুদের হার ২৭ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করবে ব্যাঙ্কটি।

তবে, ঋণের পাশাপাশি বিভিন্ন মেয়াদি আমানতেও সুদের হার ০.১০ শতাংশ থেকে ০.৫০ শতাংশ কমাচ্ছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। মূল্যবৃদ্ধির হার কমে আসায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শীঘ্রই সুদের হার কমাতে পারে এটা অনুমান করে ডিসেম্বরেই ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক সহ অনেক বাণিজ্যিক তাদের মেয়াদি আমানতে সুদের হার কমিয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্ক টাকা রাখলে এখন কম সুদ পাওয়া যাবে।

ডিসেম্বরে ঋণনীতি পর্যালোচনার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গভর্নর রঘুরাম রাজন বলেছিলেন, 'মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাশিত সীমার মধ্যে চলে এলে ২০১৫ সালের গোড়ার ঋণনীতিতে পরিবর্তন করা হতে পারে, প্রয়োজনে ঋণনীতি পর্যালোচনার আগেই সুদের হার কমানো হতে পারে।' বৃহস্পতিবার সুদের হার কমানোর প্রসঙ্গে আরবিআই জানিয়েছে, 'বর্তমানে মূল্যবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার (২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ৮ শতাংশ) অনেক নিচে এবং আগামী বছর এই হার ৬ শতাংশের নিচে চলে যাবে বলে আমাদের ধারণা।'

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আসায়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির দিকে মনোযোগী হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের শিক্ষ সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই সুদের হার কমানোর দাবি জানিয়ে এলেও তাতে কান দেয়নি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটি। ডিসেম্বরে পঞ্চাশের খুচরো ও পাইকারি দরে মূল্যবৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার অনেক নিচে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এ বছর তেলের দাম নিম্নমুখী থাকবে বলেই মনে করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। অর্থাৎ, অদূর ভবিষ্যতে দেশের বাজারে মূল্যবৃদ্ধি হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই ঋণনীতি পর্যালোচনার আগেই

সুদ কমার সুবিধা

○ ১০.২৫ শতাংশ হার সুদে ২০ বছরের মেয়াদে ১০ লক্ষ টাকার গৃহঋণে মাসিক কিস্তিতে সাশ্রয় হবে ১৬৬ টাকা

○ মেয়াদি আমানতে সুদের হার আরও কমার আগে পাঁচ বছরের মেয়াদে লাগি করুন



সুদের হার কমানোর পথে হটিল আরবিআই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও তাদের ঋণ ও আমানতে সুদের হার কমানো শুরু করবে বলে জানিয়েছে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকরা। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক ও আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, 'দীর্ঘ অপেক্ষার পরে ঋণ ও আমানতে সুদের হার কমানোর বিষয়টি শীঘ্রই বাস্তবায়িত হতে চলেছে।' তবে, কতদিনের মধ্যে তারা সুদের হার কমাতে শুরু করবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানায়নি এই দুই ব্যাঙ্ক। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিইও ছন্দা কোচর বলেন, 'আমি নিশ্চিত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমানোর পথে হাটবে। গত অক্টোবর থেকেই আমানতে সুদ কমানোর বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছিলাম। মূল্যবৃদ্ধি দ্রুত প্রত্যাশিত সীমায় চলে আসায় এ ব্যাপর ঋণেও সুদের হার কমানো হবে।'

স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অক্ষয়ী ভট্টাচার্য জানান, 'স্টেট ব্যাঙ্ক কেব সুদের হার কমাতে তা বলা কঠিন। তবে, আগামী দিনে সুদের হার কমানোর বিষয়ে আমরা আশাবাদী।' তিনি বলেন, 'সুদের হার কমার এটা শুরু। ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার আরও কমাতে।' কেটাক মহিলা ব্যাঙ্কের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ইন্দ্রনীল পান বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও ০.২৫ শতাংশ সুদ কমাতে বলেই আশা করছি।'

ডিসেম্বরে ঋণনীতি পর্যালোচনার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার অপরিবর্তিত রাখলেও ঋণে সুদের হার ১০.৪০% থেকে ০.১৫% কমিয়ে ১০.২৫% করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মহারাষ্ট্র ব্যাঙ্ক। এর আগে অগস্টে গৃহ ঋণে সুদের হার কমিয়েছিল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক। ৭৫ লক্ষ টাকার বেশি গৃহঋণে সুদের হার কমিয়েছিল ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্সও।

বিজেপির চালে চমক, দিল্লিতে

ক্যাভিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নিলে দেশে ভাগ হত না

শৈকত ঘোষ



স্বাধীনতার ৬৬ বছর পেরিয়ে এসে আজও এপার বাংলার গ্রাম-গঞ্জের পথে-বাটে কিংবা কোন জনকীর শহরের রাজপথে কিংবা কোন অফিস-আপার্নামেন্টে এ রাজ্যের কোন স্থায়ী বাসিন্দাকেও মাকে-মহেই বলতে শোনা যায়, 'আমাদের দেশ বরিশালে কিংবা ঢাকায়'। একথা শুনে তাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'আপনার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাটি কি?' আর তার উত্তরে যদি তিনি বলেন, 'আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাটি হল 'খতিভ' ভারতের স্বাধীনতা'। তাতেও চমকে উঠলে চমকে না। কারণ এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিনটি এই ছিন্নমস্তা উপমহাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে এক অভিশপ্ত দিন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। ওই দিন যা হবার তানা হয়ে, যা হবার নয় তাই হয়েছে। জাতির ইতিহাসে এ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশভাগের এই কলঙ্কিত ইতিহাসকে তুলে ধরতে কেউ বলেন সাংজ্ঞাবাদী ব্রিটিশের ভেদনীতিই এর জন্য দায়ী। কেউ বলেন ছিন্নমস্তা হলেন দেশভাগের নায়ক। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ১৯০৬ সালে ঢাকায় গঠিত হয় 'নিবিগ' ভারত মুসলিম লিগ'। লিগ গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আপা খান ও ঢাকার নবাব ভিখার-উল-মুলুক। পরে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর মুসলিম লিগের সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় প্রদেশগুলিকে নিয়ে দ্বিজাতি ভেঙের ভিত্তিতে মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে 'পাকিস্তান' গঠনের দাবি। তবে একথাও ঠিক যে 'পাকিস্তান' সৃষ্টির প্রয়াস মুসলিম লিগ গঠনের অনেক আগেই দেখা গিয়েছিল। আর মুসলিম লিগও জিম্মার উদ্যোগে গঠিত হয়নি। মুসলিম লিগে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় ধর্মীয় গোঁড়মি বর্জিত। মুসলিম লিগে যোগ দেওয়ার পরেও কংগ্রেসের সঙ্গে তার দৃঢ় সম্পর্ক বজায় ছিল। কংগ্রেস এবং লিগকে কাছাকাছি এনে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস লক্ষ্য করে জিম্মার সম্পর্কে গোখলে বলেছিলেন, 'তার



ভেতর সাক্ষা বস্তু আছে, আর আছে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত ও গোঁড়মি থেকে মুক্ত মানসিকতা যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত হতে পারেন।' এহেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের রাজদূত-জিনা কেন পরবর্তীকালে মুসলিম সাম্প্রদায়িক জালে নিজেকে জড়াতে গেলেন, আর কেনই বা একদা কংগ্রেসের ছছায়ায় যার রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি সেই জিনা কংগ্রেসের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'পাকিস্তান' সৃষ্টিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে যদি আমরা প্রকৃত সত্যকে আঁড়াল না করে কংগ্রেস ও তার নেতৃবর্গের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারি।

১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস ও লিগ সম্মিলিতভাবে অংশ নেয়। দুই দলের মধ্যে মোটামুটি বোঝাপড়া ছিল যে সম্মিলিতভাবে উভয় দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে লিগকেও মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া হবে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর দলীয় সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে জওহরলাল ও তার উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন বণাবল কংগ্রেসি নেতৃবর্গ লিগকে মন্ত্রিসভায় নিলেন না। এর ফল হল মারামুচ। এ প্রসঙ্গে মৌলানা আজাদ বলেছেন, 'উত্তরপ্রদেশে লিগের সহযোগিতায় প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হত, তাহলে কার্যত

মুসলিম লিগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যেত। জওহরলালের কাজের ফলে উত্তরপ্রদেশের লিগ মেনে এক নবজীবন পেল। শ্রীযুক্ত জিনা ওই অবস্থার সুযোগ-পূর্ণমাত্রায় নিগেন এবং এমন এক আক্রমণ শুরু করলেন যার পরিণামে 'পাকিস্তান'-এর জন্ম হয়।' (ইন্ডিয়া উইকলি ফ্রিডম, পৃ ১৫৬)।

এবার দেখতে হবে ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি কীভাবে তৈরি হয়। শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসকের সদিচ্ছা আর কংগ্রেস-মুসলিম লিগের রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগভাগির আকাঙ্ক্ষাই ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি সৃষ্টি করেনি। ক্যাসিবাঙ্গী শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক জয়লাভ, ১৯৪২ এর গণ আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন, নেতাজির নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজের লড়াই, ছাত্র আন্দোলন, নৌবিশ্রোভ, শ্রমিক আন্দোলন এবং দেশীয় রাজশুল্কিতে তীব্র প্রজ্ঞা অসন্তোষ যুক্তান্তরে ভারতে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া ওই সময় ইন্দোভার রাজনৈতিক ক্ষমতার পট-পরিবর্তন ঘটে। লেবার পাটি ক্ষমতায় আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দলের প্রধানমন্ত্রী আর্টলি ভারত সত্ত্বাস্ত্র তৃতীয় যোজনটি প্রচার করেন। যোষণায় বলা হয় ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ-শাসকেরা দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতৃবর্গের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে ভারত তাগ করেন।

অবশ্য এরা আগেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে কংগ্রেস এবং লিগ নেতৃবর্গের যে আলোচনা শুরু হয়-তাকে কোন মীমাংসা সূত্রে পৌছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায় ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিন সদস্য লর্ড পেথিক, বাণিজ্য সচিব ক্রিপস এবং নৌসচিব লর্ড আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দলকে ভারতে পাঠান। এই প্রতিনিধি দলই 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত। ২৪ মার্চ এই মিশন দলিতে পৌঁছে কংগ্রেস ও লিগ নেতৃবর্গের সঙ্গে আলোচনা আলোচনা ও দরকষাকষির পর ঠিক হয় ভারতকে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই শর্তের বয়ানটি হল ২ কেব্রে একটা সরকার থাকবে এবং উভয় দলই সেই সরকারে যোগদান করবে। আর এ, বি এবং সি—এই তিনটি শর্তে ভারতকে ভাগ করা হবে।

(ক্রমশ)



Government of West Bengal,
Office of the Sub-Divisional Officer,
Suri (Sadar), Birbhum.
731101

Phone: 03462-255239(O)/255218(R)
e-mail: sdo_sri@yahoo.co.in

Memo. No. _____/II-14/S

Dated, Suri the ___ / /201

From
Sub-Divisional Officer,
Sadar, Suri, Birbhum.

To
The Officer in Charge,
Dubrajpur Police Station,
Dubrajpur, Birbhum.

Sub:- Regarding complaint of unnecessary harassment to Biswajit Garain and Nioti Garai by Basakinath Mondal, Brinda Mondal and others of Gokrul village under Dubrajpur P.S.

The undersigned is in receipt a letter from the Secretary, Asian Human Rights Society, 18 Garden Reach, Kolkata 700024 vide no. AHRS/DM/134/2014-15, which will speak for itself.

You are requested to look into the matter and take necessary steps from your end and submit an action taken report in this regard at an early date.

Encl: As stated.

Sd/-
Sub-Divisional Officer,
Sadar, Suri, Birbhum.

Memo. No. 08 /I(1)/II-14/S

Dated, Suri the 02 /01 /2015

Copy forwarded for information to The Secretary, Asian Human Rights Society, 18, Garden Reach, Kolkata-700024.


Sub-Divisional Officer,
Sadar, Suri, Birbhum.

2/1/15

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

AS PER THE AICTE NORMS TOTAL BUILT UP AREA REQUIREMENT

1.00	FIRST YEAR TO START WITH	
1.01	INSTRUCTIONAL AREA: (Class Room, Tutorial Room, Computer Centre, Library Room, Laboratory Room)	652 Sq M / 7015 Sq ft.
1.02	ADMINISTRATIVE AREA: (Principal's Office, Strong Room, Conference Room, Reception, Main Office, Adm. Office, Sitting Room for Faculty, Store, Maintenance & State Office office Equipment Room)	200 Sq M / 2152 Sq ft.
1.03	CIRCULATION AND OTHER AREA: (Toilets, Corridors, Staircase, Common Areas etc.)	130 Sq M / 1399 Sq ft.
	TOTAL	982 Sq. M / 10566 Sq. ft.
<p>GUIDE LINE OF BUILT UP AREA:</p>		
2.01	INSTRUCTIONAL AREA:	9 Sq M / 96.84 Sq ft Per Student
2.02	ADMINISTRATIVE AREA:	1 Sq M / 10.76 Sq ft Per Student
2.03	AMENITIES AREA:	2 Sq M / 21.52 Sq ft Per Student
	TOTAL CARPET AREA PER STUDENT	12 Sq M / 129.12 Sq ft.
2.04	Circulation And Other Area:	30 % of Total Carpet Area = 12 Sq m / 129.12 Sq ft * 30 % = 3.6 Sq M / 38.736 Sq ft per student.
	GRAND TOTAL BUILT UP AREA =	12 Sq M / 129.12 Sq ft + 3.6 Sq M / 38.736 Sq ft = 15.60 Sq M / 167.856 Sq ft per student.
3.00	UP TO 4 TH YEAR GRAND TOTAL BUILT UP AREA:	15.60 Sq M / 167.856 Sq ft X (60 X4) Student = 3744 Sq M / 40285.44 Sq ft.

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

CAPITAL COST OF THE PROPOSED PROJECT

Sl. No	Particulars	1st Year to Start with & 1st Year	Amount (₹)	Up to 4th Year	Amount (₹)	Remarks
1	Land: 70 Katha	₹ 300,000.00 per Katha	21000000.00	NA	Nil	
2	Land Reg. Fees Land Development Expenses		1680000.00 300000.00			
3	Total Built up area Requirement 40285 Sq ft @ ₹1200.00	Up to 1st year 10566 Sq ft ₹ 12679200.00 and 1st year ₹ 11887596.00 (40285-10566)/3 i.e. 9906.33 (Sq ft)	24565796.00	2nd Year 9906.33 Sq ft ₹ 11887596.00 3rd Year 9906.33 Sq ft ₹ 11887596.00	23775192.00	
	A. Instructional Area Class Room (1 No.) Tutorial Room (1 No.) Computer Room (1 No.) Library Room (1 No.) Laboratory (4 Nos.)					
	B. Administrative Area Principal's Office Strong Room Conference Room Reception Office Main office Administrative Office Maintenance & Estate with Store					

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

CAPITAL COST OF THE PROPOSED PROJECT

Sl. No	Particulars	1st Year to Start with & 1st Year	Amount (₹)	Up to 4th Year	Amount (₹)	Remarks
4	C. Circulation & other Area Other Construction Road Development (Internal) Canteen Common Room Parking Medical Centre Boy's Hostel (25% of Students) (5000 Sq ft) @ ₹ 1200.00 Girls Hostel (50% of Students) (8000 Sq ft) @ ₹ 1200.00 Animal House Security Room Main Gate Mesh & Dining Hall (10 Sq ft per Student) Boundary Wall Guest House					
5	Books & Journals (No of volume - 1500) (No of tittle 150) 5 National & 2 International Journal.					

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

CAPITAL COST OF THE PROPOSED PROJECT

Sl. No	Particulars	1st Year to Start with & 1st Year	Amount (₹)	Up to 4th Year	Amount (₹)	Remarks
6	Computer (1:4 ratio) No. of Computers 30 @ 20000/- Printer (10 : 1 ratio)					
8	Xerox & AC Machine					
9	Lab Equipments					
10	Gas Equipment					
11	Furniture (Academic & Hostel)					
12	Generator (3 Nos.)					
13	Car & Bus					
14	Landscape					
15	WBSEDCL & Internal Electrification					
16	Boring with Submersible Pump, Pipe Line & Water Tank.					
17	AICTE (FD)					

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

CAPITAL COST OF THE PROPOSED PROJECT

18	Office						
20	Architect's Fees (phase wise Plan)						
21	Advertisement						
	All Total						

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

YEAR WISE EXPENDITURE

Sl. No.	Expenditure Head	1st Year (in ₹)	2nd Year (in ₹)	3rd Year (in ₹)	4th Year (in ₹)	5th Year (in ₹)	6th Year (in ₹)	7th Year (in ₹)
1.00	Land Purchase	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	Land Registration Fees	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	Land Development	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.00	Total Built Up area 40285 Sq ft @ ₹1200.00	24,566,796.00	11887596.00	11887596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	Other Construction							
5.01	Road Development (Internal)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02	Parking Zone	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03	Common Room	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.04	Canteen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.05	Boys Hostel (5000 Sq ft)	3,600,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.06	Girls Hostel (8000 Sq ft)	5,760,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.07	Animal House		0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.08	Main Gate	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.09	Mesh & Dining Hall	300,000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.10	Boundary Wall (Campus)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.11	Books & Journals	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6.00	Computers	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.00	Computer Printers	20,000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.01	Softwares	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	Xerox & AC Machines	150,000.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	Lab Instruments	1,000,000.00	750000.00	750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Gas Line & Gas	100,000.00	100,000.00	50000.00	50000.00	10000.00	10000.00	10000.00
11.00	Furniture (Academic & Hostel)	600,000.00	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	D. G. Set (For Academic Buildings)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	D. G. For Girls Hostel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.01	D. G. For Boys Hostel	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02	Landscape	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	WBSEDCL Deposit & Electrification	100,000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL	61,526,796.00	17017596.00	17217596.00	310000.00	110000.00	110000.00	110000.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

YEAR WISE EXPENDITURE

Sl. No.	Expenditure Head	1st Year (in ₹)	2nd Year (in ₹)	3rd Year (in ₹)	4th Year (in ₹)	5th Year (in ₹)	6th Year (in ₹)	7th Year (in ₹)
15.00	Boring with Submersible Pump, Pipe Line & Water Tank.	150000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	FD (AICTE) for 8 years	100000.00	25000.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
17.00	Car Purchase	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.01	Fuel for Car	650000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.00	Bus Rent	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
19.01	Fuel (Bus)	240000.00	240000.00	240000.00	240000.00	240000.00	240000.00	240000.00
20.00	Pre operative exp.	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00
21.00	Architect Fees (Phase wise)	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Advertisement	100000.00	50000.00	50000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
23.00	Chemical Purchase	250000.00	200000.00	200000.00	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00
24.00	Printing & Stationary	40000.00	40000.00	60000.00	70000.00	70000.00	70000.00	75000.00
25.00	Games & Sports Item	100000.00	75000.00	75000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
26.00	Toilet Items (Campus & Hostel)	20000.00	15000.00	15000.00	14000.00	14000.00	14000.00	14000.00
27.00	Fuel for D. G. Set	10000.00	12000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00
28.00	Telephone	60000.00	12000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
29.00	Electric Bill (For Academic & Hostels)	10000.00	175000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00
30.00	Internet with lan Charge	25000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
31.00	News Paper	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00
32.00	Postage & Renewal	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
33.00	Cultural Programme & Others	30000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
34.00	T. V. Purchase	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.00	Cable Connection Charge (For T. V)	6000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00
36.00	Accounting Charges	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
37.00	AICTE Inspection Fees	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
38.00	WBUT Inspection Fees	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
39.00	WBUT Affiliation Fees	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
40.00	Water Filter (For campus & hostel)	20000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.00	Travelling & Conveyance	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
	SUB TOTAL	5730500.00	1362500.00	1311500.00	1232500.00	1207500.00	1207500.00	1207500.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE
YEAR WISE EXPENDITURE

Sl. No.	Expenditure Head	1st Year (in ₹)	2nd Year (in ₹)	3rd Year (in ₹)	4th Year (in ₹)	5th Year (in ₹)	6th Year (in ₹)	7th Year (in ₹)
42.00	Governing Body Meeting Exp.	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00
43.00	Office Expenses	180000.00	180000.00	180000.00	180000.00	180000.00	180000.00	180000.00
44.00	Entertainment	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
45.00	Maintenance	0.00	20000.00	40000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
46.00	Misc. Expenditure	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
47.00	Faculty & Non Teaching Staff Salary	3156000.00	4596000.00	6420000.00	9660000.00	9408000.00	9408000.00	9408000.00
48.00	Daily Wages Payment	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00
49.00	Bank Interest	4200000.00	5100000.00	5700000.00	6300000.00	6300000.00	5523120.00	4515720.00
50.00	Bank Loan Repayment	0.00	0.00	0.00	0.00	6474000.00	8395000.00	9403000.00
51.00	AICTE Application Form	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52.00	Tax & License	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
53.00	Lab facilities for R & D				500000.00	500000.00	500000.00	500000.00
	SUB TOTAL	7732000.00	10082000.00	12526000.00	16876000.00	23098000.00	24242120.00	24242720.00
	GRAND TOTAL	74989296.00	28462096.00	31055096.00	18418500.00	24415500.00	25559620.00	25560220.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

YEAR WISE EXPENDITURE

Sl. No.	Expenditure Head	8th Year (In ₹)	9th Year (In ₹)	10th Year (In ₹)	11th Year (In ₹)		
42.00	Governing Body Meeting Exp.	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00		
43.00	Office Expences	180000.00	180000.00	180000.00	180000.00		
44.00	Entertainment	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		
45.00	Maintenance	50000.00	20000.00	40000.00	50000.00		
46.00	Misc. Expenditure	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		
47.00	Faculty & Non Teaching Staff Salary	940800.00	0.00	360000.00	0.00		
48.00	Daily Wages Payment	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00		
49.00	Bank Interest	3387360.00	2123640.00	569280.00	0.00		
50.00	Bank Loan Repayment	10531000.00	12953000.00	4744000.00	0.00		
51.00	AICTE Application Form	0.00	0.00	0.00	0.00		
52.00	Tax & License	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00		
53.00	Lab facilities for R & D	500000.00			500000.00		
	SUB TOTAL	24242360.00	15462640.00	6079280.00	916000.00		
	GRAND TOTAL	25559860.00	25559640.00	18620280.00	17807000.00		

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Page 1 of 4

Expenditure for Permanent & Part Time Faculty & Staff for First Year.

Sl No.	NAME OF POST	NO. OF HEADS	SALARY / HEAD / MONTH	SALARY / MONTH	SALARY / YEAR
1	Principal	1	65000.00	65000.00	780000.00
2	Asst. Professor	1	34000.00	34000.00	408000.00
3	Lecturer	2	28000.00	56000.00	672000.00
4	Office Staff	2	10000.00	20000.00	240000.00
5	Librarian	1	10000.00	10000.00	120000.00
6	Computer Assistant	1	10000.00	10000.00	120000.00
7	Lab Instructor	1	10000.00	10000.00	120000.00
8	Lab Attendant	1	8000.00	8000.00	96000.00
9	P. A. To Principal	1	10000.00	10000.00	120000.00
10	Peon	2	6000.00	12000.00	144000.00
11	Security	3	6000.00	18000.00	216000.00
12	Part Time Faculty	2	5000.00	10000.00	120000.00
TOTAL					3156000.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Expenditure for Permanent & Part Time Faculty & Staff for Second Year.

Sl No.	NAME OF POST	No. OF HEADS	SALARY / HEAD / MONTH	SALARY / MONTH	SALARY / YEAR
1	Principal	1	65000.00	65000.00	780000.00
2	Asst. Professor	1	34000.00	34000.00	408000.00
3	Lecturer	4	28000.00	112000.00	1344000.00
4	Office Staff	3	10000.00	30000.00	360000.00
5	Librarian	1	10000.00	10000.00	120000.00
6	Computer Assistant	2	10000.00	20000.00	240000.00
7	Lab Instructor	2	10000.00	20000.00	240000.00
8	Lab Attendant	2	8000.00	16000.00	192000.00
9	P. A. To Principal	1	10000.00	10000.00	120000.00
10	Peon	4	6000.00	24000.00	288000.00
11	Security	4	6000.00	24000.00	288000.00
12	Part Time Faculty	3	6000.00	18000.00	216000.00
TOTAL					4596000.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Page 3 of 4

Expenditure for Permanent & Part Time Faculty & Staff for Third Year.

SI No.	NAME OF POST	NO. OF HEADS	SALARY / HEAD / MONTH	SALARY / MONTH	SALARY / YEAR
1	Principal	1	65000.00	65000.00	780000.00
3	Asst. Professor	2	34000.00	68000.00	816000.00
4	Lecturer	6	28000.00	168000.00	2016000.00
5	Office Staff	4	10000.00	40000.00	480000.00
6	Librarian	1	10000.00	10000.00	120000.00
7	Computer Assistant	3	10000.00	30000.00	360000.00
8	Lab Instructor	3	10000.00	30000.00	360000.00
9	Lab Attendant	3	8000.00	24000.00	288000.00
10	P. A. To Principal	1	10000.00	10000.00	120000.00
11	Peon	4	6000.00	24000.00	288000.00
12	Security	6	6000.00	36000.00	432000.00
13	Part Time Faculty	5	6000.00	30000.00	360000.00
TOTAL					6420000.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Expenditure for Permanent & Part Time Faculty & Staff for Fourth Year.

Sl No.	NAME OF POST	No. OF HEADS	SALARY / HEAD / MONTH	SALARY / MONTH	SALARY / YEAR
1	Principal	1	65000.00	65000.00	780000.00
2	Professor	2	45000.00	90000.00	1080000.00
3	Asst. Professor	3	34000.00	102000.00	1224000.00
4	Lecturer	8	28000.00	224000.00	2688000.00
5	Office Staff	4	10000.00	40000.00	480000.00
6	Librarian	1	10000.00	10000.00	120000.00
7	Computer Assistant	3	10000.00	30000.00	360000.00
8	Lab Instructor	4	10000.00	40000.00	480000.00
9	Lab Attendant	6	8000.00	48000.00	576000.00
10	P. A. To Principal	1	10000.00	10000.00	120000.00
11	Peon	4	6000.00	24000.00	288000.00
12	Security	6	6000.00	36000.00	432000.00
13	Part Time Faculty	6	6000.00	36000.00	432000.00
14	Research Faculty	5	10000.00	50000.00	600000.00
TOTAL					9660000.00

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

FUND FLOW STATEMENT CONTRIBUTION AMOUNT WITH YEAR WISE LOAN AND COLLECTION STRUCTURE

Rs. In Lacs

Sl. No	Particulars	8th Year		9th Year		10th Year		11th year	
		Incomming	Outgoing	Incomming	Outgoing	Incomming	Outgoing	Incomming	Outgoing
1	Contribution Amount								
2	Bank Loan Amount (Phase Wise)								
3	Academic Fees Intake 60 Students @ 90000/- pa.	216.00		216.00		216.00		216.00	
4	Hostel Charges 50% student of total intake @ 18000/- pa.	21.60		21.60		21.60		21.60	
5	Donation Collection from Management Quota. 10% of total intake	18.00		18.00		18.00		18.00	
6	Total Incomming Amount	255.60		255.60		255.60		255.60	
7	Total Outgoing Amount		255.60		255.60		186.20		178.07
8	Deficit Amount	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	Excess Amount					69.40		146.93	69.40
	All Total	255.60	255.60	255.60	255.60	186.20	186.20	108.67	108.67

PROJECT REPORT FOR PHARMACEUTICAL INSTITUTE

LOAN REPAYMENT & INTEREST SCHEDULE

(Rs. In Lacs)

Year	Duration Period	Loan		Principal Outstanding Dues	Interest Payment	Surplus
		Collection Amount	Repayment Amount			
Before 1st Year	Up to Starting year	350.00	0.00	350.00		
1st Year	1st Academic Year	75.00	0.00	425.00	42.00	
2nd year	2nd Academic Year	50.00	0.00	475.00	51.00	
3rd year	3rd Academic Year	50.00	0.00	525.00	57.00	
4th Year	4th Academic Year	0.00		525.00	63.00	
5th Year	5th Academic Year	0.00	64.74	460.26	63.00	
6th Year	6th Academic Year	0.00	83.95	376.31	55.23	
7th Year	7th Academic Year	0.00	94.03	282.28	45.16	
8th Year	8th Academic Year	0.00	105.31	176.97	33.87	
9th Year	9th Academic Year	0.00	129.53	47.44	21.24	
10th Year	10th Academic Year	0.00	47.44	0.00	5.69	69.40
11th Year	11th Academic Year	0.00	0.00	0.00	0.00	146.93
	TOTAL	525.00	525.00		437.19	146.93